ইহুদি পুরুষেরা কি তাদের মহিলা না বানানোর জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিত?

হ্যাঁ, তারা দিতো! প্রতিদিন তারা এই বেরাকা *Beraka* মোনাজাত করতো। *Beraka* অর্থ ধন্য। এই মোনাজাত হলো-

ধন্য সে যে আমাকে পরজাতি হিসেবে তৈরি করে নি;
ধন্য সে যে আমাকে নারী হিসেবে তৈরি করে নি;
ধন্য সে যে আমাকে অশিক্ষিত (অথবা দাস) হিসেবে তৈরি করে নি।
-টি. বেরাখোট ৭.১৬-১৮

মূল শব্দ
beraka
ধন্য

সুসমাচার সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করে!
পৌল ইহুদিদের পুরুষানুক্রমিক মোনাজাত জানতো। তিনি জানতেন, ইহুদি পুরুষেরা তাদেরকে পরজাতি, নারী বা দাস না বানানোর জন্য প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিত। পৌল আরো জানতো যে ঈসার সুসমাচারের বাস্তবতা কি, এবং কিভাবে ঈসা সবকিছু পরিবর্তন করতে পারেন। *Beraka* এবং সক্রিয় ইহুদিদের উত্তরে পৌল গালাতীয় ৩:২৬-২৯ আয়াতে লিখেছেন:

২৬মসীহ্ ঈসার উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সন্তান হয়েছ,
২৭কারণ তোমাদের যাদের মসীহ্‌র মধ্যে তরিকাবন্দী হয়েছে, তোমরা কাপড়ের মত করে মসীহ্‌কে দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলেছ।
২৮ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে, গোলাম ও স্বাধীন লোকের মধ্যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে
কোন তফাৎ নেই, কারণ মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা সবাই এক হয়েছ।
২৯তোমরা যখন মসীহের হয়েছ তখন ইব্রাহিমের বংশধরও হয়েছ। আর আল্লাহ্ যা দেবার ওয়াদা
ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন তোমরাও সেই সবের অধিকারী হয়েছ।

স্থায়ী উত্তরাধিকারী
ইহুদি সংস্কৃতি লোকদেরকে জাতি, সামাজিক অবস্থান অথবা লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে আলাদা করতো এবং মর্যাদা দিতো। অবশ্যই একজন ইহুদি, মুক্ত ও পুরুষ হওয়া সবচেয়ে উপরের স্তরের বিষয়। যাইহোক, পরজাতি পুরুষেরা ইহুদি হতে পারতো এবং দাসেরাও স্বাধীন হতে পারতো, কিন্তুনারীরা কখনোই পুরুষ হতে পারতো না (এমনকি আধুনিক ঐষধ বা প্রযুক্তির সাহায্যেও নয়।) *Beraka* নারীদেরকে একটি চলমান বৈষম্যের স্বীকার করেছে। কিন্তু পৌলের নতুন করে সাজানো ব্যাখ্যা দেখিয়েছে যে যীশু সকলকেই ধন্য হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন।

মসীহ্‌তে -পুত্র, এক, মসীহের হওয়া, দায়াধিকারী !

"পুত্রেরা" সম্পূর্ণরূপে অধিকার লাভ করে!
এই অনুচ্ছেদটির মূল শব্দগুলি হলো পুত্র,মসীহের হওয়া, দায়াধিকারী .. মসীহ্‌তে। ৩:২৬ আয়াতে গ্রীক শব্দটি সন্তান নয়, কিন্তু পুত্র (*υἱοί*) । এই বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার, কারণ পৌল যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে লিখেছেন সেখানে শুধু পুত্ররা পূর্ণ উত্তরাধিকার লাভ করতো। পৌল শিক্ষা দিয়েছেন যে একজন মানুষের জন্মের স্থান বা জীবনের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মসীহের উপর বিশ্বাস তাকে শ্রেষ্ঠ পুত্রের পর্যায়ে নিয়ে যায়। পুত্রত্বের সাথে পূর্ন দায়াধিকার আসে।

আপনি মসীহের মধ্য দিয়ে কিসের দায়াধিকারী?
চিন্তা করুন, রূহানিক দায়াধিকার একজন ঈসায়ী থেকে আরেকজনের কিভাবে আলাদা হয়? জাতিগত বিষয়, সামাজিক প্রতিপত্তি, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা অথবা লিঙ্গ কি মসীহে আমাদের দায়াধিকারকে প্রভাবিত করে? কালাম বলে, "না"! আমরা সবাই ক্ষমা, নাজাত, পাক-রূহ্, আল্লাহ্‌র কাছে প্রবেশাধিকার, রূহানিক দান, এবং বেহেস্তী নাগরিকত্ব লাভ করবো।

উপসংহার
পৌল ইহুদিদের মোনাজাত *Beraka* কে পরিবর্তন করে দিয়েছেন, এর কোন প্রভাব আর নেই। এখন আর শুধু পুরুষ, ইহুদি ও মুক্ত লোকেরাই ধন্য নয়। এখন আর একজনের শারিরীক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থা জামাত তার উপস্থিতিকে আটকাতে পারবে না। এখন মসীহ্‌তে সবাই পুত্র, সবাই উত্তরাধিকারী, সবাই ***Beraka***...ধন্য!

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?